সংবাদ

5 JUN 2001

পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া উপাধ্যক্ষ পালন করছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব!

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুরের একটি বেসরকারি কলেজে নিয়োগ পরীক্ষার আগেই উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন এক শিক্ষক। অন্যদিকে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ওই কলেজের অফিস সহকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ঘটনায় কলেজের অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনা করে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রংপুর সদর উপজেলার আনন্দমোহন ডিগ্রি কলেজে। এছাড়া কলেজ ফান্ডের লাখ লাখ টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

রংপুর আনন্দমোহন ডিগ্রি কলেজ

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, ওই কলেজে ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন ভবেশ চন্দ্র সরকার। ওই কলেজটি ডিগ্রি কলেজ হিসেবে অনুমোদন লাভের পর উপাধ্যক্ষ পদ সৃষ্টি হয়। অথচ কলেজটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থাকা অবস্থায় ১৯৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বরে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়াই এবং বিধিবর্হির্ভূতভাবে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির কতিপয় সুযোগ সন্ধানী সদস্যের যোগসাজশে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ভবেশ চন্দ্র সরকার উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

তার নিয়োগ ও যোগদানপত্রে দেখা যায়, উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ১২ এপ্রিল। নিয়োগ পরীক্ষা গভর্নিং বডিতে অনুমোদন হয় একই বছরের ১৭ এপ্রিল কিন্তু তিনি উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন একই বছরের ৯ মার্চ। এতে দেখা যায় ভবেশ চন্দ্র সরকার নিয়োগ পরীক্ষার ১ মাস ১৪ দিন আগে উপাধ্যক্ষ পদে অবৈধভাবে যোগদান করেছেন। তার নিয়োগ ও যোগদান ভুয়া বিধিবহির্ভূত, অবৈধ জালিয়াতির মাধ্যমে করা হয়েছে। অথচ ওই ভুয়া নিয়োগপত্র বলেই তিনি সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন।

অন্যদিকে ওই কলেজের অফিস সহকারী মো. সাইফুল ইসলাম মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অধ্যক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে ১৯৯৬ সালের ১৯ এপ্রিল যোগদান করেছেন। জানা যায়, তখন তিনি এমএসএস পাস করেননি। তিনি ১৯৯৭ সালের ৮ জানুয়ারি এমএসএস পাসের সনদপত্র পেয়েছেন। উল্লেখ্য, সাইফুল ইসলাম জানুয়ারি ১৯৯৮ পর্যন্ত ওই কলেজের অফিস সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন। একজন ব্যক্তি একই সময় একই প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী ও প্রভাষকের দুটি পদে দায়িত্ব পালন করা বেআইনি ও বিধিবহির্ভূত বলে অভিযোগে জানা গেছে।

অন্যদিকে তার নিয়োগপত্রে দেখা যায়, সাইফুল ইসলাম প্রভাষক পদে যোগদান করেন ১৯৯৬ সালের ১৯ এপ্রিল। কিন্তু নিয়োগ কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্রে সই করেছেন ১৯৯৮ সালের ১১ আগস্ট। এতেই প্রমাণিত হয় নিয়োগপত্রটি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। এদিকে উপাধ্যক্ষ বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন কোর্স ও শ্রেণী যেমন এইচএসসি কোর্সের একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণী, এইচএসসি, বিকম, কোর্সের দুটি ট্রেডে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ পর্ব ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি সেশন ফি, বেতন পরীক্ষার ফি, ফরম পূরণ ফি, কোচিং ফি ইত্যাদি খাতে আদায় করা বিপুল পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে রেখে ইচ্ছামতো খরচ করছেন।